RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Analysis of North Indian Musical Forms

B) KIRTON .....Contd..

বাংলা কীর্তনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভবের পর বাংলার বৈষ্ণবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। কারণটা ছিল তাঁদের সাধন পদ্ধতির তফাৎ, ব্যক্তিগত বিবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতানৈক্য। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বৈষ্ণব ধর্মে দেখাদেয় নানা জটিলতা। এর ফলে কীর্তন গানেও দেখাদেয় আশঙ্কাজনক শিথিলতা। সুতরাং বাংলা বৈষ্ণব সমাজে প্রয়োজন দেখাদেয় একজন দক্ষ সংগঠক তথা প্রচারকের যিনি পুনরায় সমাজে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। সেই সময় এই দক্ষ সংগঠকের ভুমিকা পালন করেন শ্রীল নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। তিনি প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষব রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন এক নতুন ধর্মমত যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করল। তিনি বৃন্দাবনের বিখ্যাত ধ্রুপদিয়া এবং বৈষ্ণব সন্ত স্বামী হরিদাসের শিষ্য। তিনি শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শকে সামনে রেখে, বৈষ্ণব ধর্মমত ও দর্শনতত্ত্বকে সকলের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এক অভিনব রীতি-সমন্বিত অভিজাত প্রণালীর ধ্রুপদাঙ্গিকের কীর্তন সৃষ্টি করেন যা গড়ানহাটী কীর্তন নামে বাংলা কীর্তনের ঐতিহ্য হয়ে ওঠে। তাই শ্রীল নরোত্তম দত্ত ঠাকুরকে বাংলা

অভিজাত কীর্তনের জনক বলা হয়ে থাকে।

শ্রীল নরোত্তম দত্ত ঠাকুর সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে রাজশাহী জেলার খেতুরী গ্রামে এক মহামহোৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে বহু বৈষ্ণব পন্ডিত ও সন্তের আগমন ঘটেছিল। বৈষ্ণব ধর্মমত ও দর্শনতত্তের উৎকৃষ্টতম আলোচনার ভিত্তিতে সেখানে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে একত্রিত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সূচনা করা হয়। এই উৎসবে তিনি তাঁর সৃষ্ট অভিজাত প্রণালীবদ্ধ গড়ানহাটী শৈলীর কীর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রচার করেন। তিনি এই উৎসবে কৃষ্ণলীলা কীর্তন গায়নের আগে গৌরলীলা বিশয়ক গৌরচন্দ্রিকা গায়নের প্রচলন করেন যা আজো পালিত হয়। এই উৎসবের পরে বাংলার বিভিন্ন কীর্তন আবার নতুন করে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সেই সময় আঞ্চলিক প্রভাব যুক্ত হয়ে বাংলায় আরো চারটি রীতির কীর্তনের উদ্ভব ঘটে। সেগুলি হল মনোহরশাহী, ঝাড়খন্ডী, রেনেটী এবং মন্দারিনী।

কীর্তনের শ্রেণীবিভাগ

কীর্তনের মূলত দুটি ধারা -

১) নাম কীর্তন বা নাম সংকীর্তন
২) লীলা কীর্তন বা রস কীর্তন।

নাম কীর্তন

শ্রী ভগবানের নানাবিধ নাম সংকলন দ্বারা মন্ত্রস্বরূপ করে একাধিক ব্যক্তি খোল করতাল সহযোগে উচ্চস্বরে কীর্তন করে থাকেন। নাম কীর্তনের পদ্ধতি প্রাচীন হলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচেষ্টায় এর বহুল প্রসার সাধিত হয়। এই নাম কীর্তন যখন সমবেত ভাবে করা হয় তখন তাকে নাম সংকীর্তন বলা হয়। বাংলায় নাম কীর্তনে মূলত রাধাকৃষ্ণ এবং গৌর নিতাই নামগুলিই

জনপ্রিয়। এইপ্রকার গান আত্মনিবেদনাদি মূলক বা প্রার্থনা সূচক গান হিসেবেই পরিচিত। নাম কীর্তনে চিত্তশুদ্ধি ঘটে তাই বৈষ্ণব সাধক মাত্রই নাম কীর্তনের অভিলাষী। এখানে রাগ, তাল, লয়, সুর অপেক্ষা নামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বত্রিশ অক্ষর 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রই হল নাম কীর্তনের মূল আধার।

লীলা কীর্তন

শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা প্রসঙ্গ প্রাচীন মহাজনেরা তাঁদের ভাবানুসারে বর্ণনা করেছেন সংস্কৃত, মৈথিলি, ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায়। এই কীর্তনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুরূপ চৈতন্যলীলার একটি পদ গৌরচন্দ্রিকা রূপে প্রথমে গাইতে হয়। রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, তাঁদের রূপগুণ বর্ণনা, তাঁদের দিব্য প্রেমলীলা প্রভৃতির বর্ণনা বা প্রশংসাদির বিষয়ই লীলাকীর্তনের অঙ্গ। লীলা কীর্তনের বর্তমান পদ্ধতি শ্রীচৈতন্যদেব উত্তরকালে সৃষ্ট। সেই সময় কীর্তনিয়া সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘরের উদ্ভব ঘটে। যথা - গড়ানহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটী, মন্দারিনী এবং ঝাড়খন্ডী। বর্তমানে প্রথম চারটি ঘরের কীর্তন পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। ঝাড়খন্ডী রীতি বহুদিন অপ্রচলিত হয়েছে।

**To be continued in the next set.